দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 13 MAY. 199[illegible]

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

18

মাদ্রাসা শিক্ষার জন্যও পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ একই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাদ্রাসা এবং সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হলেও মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি সরকারের বিমাতাসুলভ আচরণের ফলে সাধারণ শিক্ষার সাথে মাদ্রাসা শিক্ষার আকাশ-পাতাল বৈষম্য বিরাজ করছে, তাই মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করা এখন সময়ের দাবীতে পরিণত হয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র পরিষদ (আইসিপি)-র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। গতকাল নয়াটোলা এইউএম আলিয়া মাদ্রাসা শাখায় আইসিপি'র কর্মী সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেতৃবৃন্দ এই দাবী জানান।

মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা মোসলেহ উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, আইসিপির কেন্দ্রীয় সভাপতি মুফতি মোঃ ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মাদ্রাসার হেড মোহাদ্দেস মাওলানা মনির হোসেন, আইসিপি'র সহ-সভাপতি এএসএম আবু তাহের, সাধারণ সম্পাদক হাফেজ গোলাম মোস্তফা, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মনির হোসেন, মোঃ সারফুল ইসলাম, মাওলানা নেছার উদ্দিন, মোঃ কবির হোসেন, মোঃ ফারুক হোসেন প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুফতি ইলিয়াস বলেন, দেশের মানুষ তাদের মৌলিক প্রয়োজনের তাগিদে দেশে এবতেদায়ী মাদ্রাসাসহ হাজার হাজার মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মাদ্রসা শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং একচোখা নীতির কারণে মাদ্রসা শিক্ষা আজ হাজারো বৈষম্যের শিকার। তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষিতরাও এ দেশ এ মাটিরই সন্তান। সরকারকে ট্যাক্স, কর, খাজনা অন্যরা যেভাবে দিয়ে থাকে মাদ্রসার শিক্ষিতরাও একইভাবে সরকারকে ট্যাক্স বা খাজনা দিয়ে থাকে। সুতরাং মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি আর কোন বৈষম্যয়ই বরদাস্ত করা হবে না। তিনি বলেন, যখনই আমরা মাদ্রাসা শিক্ষার সমস্যার কথা বলি, এ শিক্ষার উন্নয়নের কথা বলি তখন দেখা যায় সরকার উন্নয়ন কমিটি গঠন করেন সাধারণ শিক্ষিত লোকদেরকে নিয়ে। আমার প্রশ্ন হলো, পৃথিবীর কেউই কি একথা কখনো শুনেছে যে, কামার তৈরী করেছেন স্বর্ণের জিনিস অথবা ইঞ্জিনিয়ার করেছেন ডাক্তারের কাজ? তাহলে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নের রিপোর্ট সাধারণ শিক্ষিত লোকেরা দেন কিভাবে? এটা কি নিতান্তই অজ্ঞতা অথবা শত্রুতা ছাড়া অন্য আর কিছু নয়।

তিনি সাধারণ শিক্ষার সংগে মাদ্রাসা শিক্ষার বৈষম্যের একটি করুণ চিত্র তুলে ধরে এসব বৈষম্য সমাধান করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন। তিনি মাদ্রসা শিক্ষার বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের জাতীয় সাত দফা তুলে ধরেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষার মত মাদ্রাসা শিক্ষার জন্যও পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করা, সকল এবতেদায়ী মাদ্রাসায় অনুদান প্রদান-এর ব্যবস্থা করা, সর্বস্তরে ফাজিলকে ডিগ্রী, কামিলকে এমএ-এর মান প্রদান করা, মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য পৃথক জাতীয় আরবী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা। প্রতি বিভাগে একটি করে মাদ্রসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, একটি করে মাদ্রাসা বোর্ড এবং পৃথক টেকস্ট বুক বোর্ড গঠন করা, সকল শিক্ষকদের ১০০% বেতন ভাতা প্রদানসহ মাদ্রাসা এবং সাধারণ শিক্ষকদের বৈষম্যহীন বেতন ভাতা প্রদান করা ইত্যাদি। সহ-সভাপতি এসএম আবু তাহের বলেন, মাদ্রসা শিক্ষিতদেরকে সকল রাজনৈতিক মতভেদ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

সাধারণ সম্পাদক হাফেজ গোলাম মোস্তফা বলেন, যারা এই মাদ্রসার শিক্ষার সাথে বেঈমানী করেছে তারা প্রত্যেকে গণধিকৃত হয়ে ক্ষমতা ছেড়েছেন। কারণ, জুলুম কখন আল্লাহ সহ্য করতে পারেন না। সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মনির হোসেন বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষিতরা আর চুপ করে বসে থাকতে পারে না। আমাদের দাবী আদায়ের জন্য প্রয়োজনে আমরা রক্ত দিতে প্রস্তুত রয়েছি ইনশাআল্লাহ।

সভাপতির বক্তব্যে মাওলানা মুসলেউদ্দিন বলেন, আইসিপি'র এ আন্দোলনে সার্বিক সহযোগিতা করা প্রত্যেকটি মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষকের ঈমানী দায়িত্ব। তাই আমরা আইসিপি'র যে কোন ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত রয়েছি ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে মোঃ কবির হোনেকে সভাপতি এবং মোঃ হুমায়ুন আহম্মদকে সাধারণ সম্পাদক এবং হাফেজ মোঃ ফারুক হোসেনকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট মাদ্রাসা শাখা কমিটি গঠন করা হয়।